কক্সবাজার জেলা কি একা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বোঝা সইতে পারবে?

রোহিঙ্গা রিলিফ কার্যক্রমে পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ, স্থানীয়করণ ও জবাবদিহিতা চাই

ক. কক্সবাজার সিএসও-এনজিও ফোরাম

আমরা কক্সবাজার জেলায় কর্মরত প্রায় সকল এনজিও তথা নাগরিক সমাজ (CSO) গত সেপ্টেম্বর থেকে অদ্যাবধি ৫টা সভার মাধ্যমে এই কমিটি গঠন করি। আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে: ১) আমাদের নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করা, ২) কক্সবাজারে এমন একটি নাগরিক সমাজ শক্তিশালী করা, যারা মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারে সহায়তা করবে, এবং ৩) স্থানীয়করণ এবং দায়বদ্ধতাকে সমুন্নত করবে। আমরা কক্সবাজার জেলাবাসীর জন্য বর্তমান রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যাকে একটি চরম, জটিল ও ক্রান্তিকালীন সমস্যা বলে মনে করি। যে কারণে আমাদের এ সংবাদ সম্মেলন। আশা করি সরকার, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ এবং এনজিওরাসহ এর সংশ্লিস্ট সকলেই আমাদের উপস্থাপিত বিষয়সমূহের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।

খ. জেলার জনসংখ্যাবিজ্ঞান ভারসাম্য হুমকির সম্মুখীন, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করে তাদেরকে অন্যত্র সরিয়ে নেয় উচিত।

কক্সবাজার জেলার জনসংখ্যা প্রায় ২৭ লক্ষ (কক্সবাজার সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তথ্যমতে)। উখিয়া এবং টেকনাফ দুই উপজেলার জনসংখ্যা ৪ লাখ ৭১ হাজার ৭ শত ৬৮ জন। তারমধ্যে উখিয়া জনসংখ্যা ২ লাখ ৭ হাজার ৩ শত ৭৯ জন ও টেকনাফ উপজেলার জনসংখ্যা ২ লাখ ৬৪ হাজার ৩ শত ৮৯ জন (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত প্রতিবেদন মতে)। ইতোমধ্যে রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ৬ লাখের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ জেলায় যে পরিমান জনসংখ্যা ছিল তা প্রায় ২৬% বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩ লক্ষে উপনীত হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে আগামী ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা ১০ লক্ষ পরিণত হবে। অর্থাৎ জেলার জনসংখ্যা হয়ে যাবে প্রায় ৩৭ লক্ষ। যা পূর্বতন (২০১১ সালের) জনসংখ্যার চাইতে ৬১.৬% বেশি অর্থাৎ এটা হয়ে যাবে বাংলাদেশের জেলাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ঘন বসতি পূর্ণ জেলা। এ বিষয়ে বিশ্লেষণ ছকটি দেখুন;

জনসংখ্যা (সাল অনুযায়ি)	বাংলাদেশ		কক্সবাজার	
	মোট জনসংখ্যা	প্রতি বর্গ কিমি. জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	প্রতি বর্গ কিমি. জনসংখ্যা
২০১১ সাল	১৪,৯৭,৭২,৩৬৪ জন	১০১৫ জন	২২,৮৯,৯৯০ জন	৯১৯ জন
২০১৭ সাল	১৭,০০,০০,০০০ জন[১]	১১৫২ জন	৩৭,০০,০০০ জন[২]	১৪৮৫ জন
২০১১ হতে ২০১৭ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১৩.৫%		৬১.৬১%	

প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ১০১৫ জন। পাশাপাশি কক্সবাজারে ২০১১ সালে জনসংখ্যা ছিল ২২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯৯০ জন। আর প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করতো ৯১৯ জন। [৩]

২০১৭ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি হিসেবে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করবে ১১৫২ জন। আর ২০১৭ সালে কক্সবাজারের জনসংখ্যা প্রায় ৩৭ লাখ হিসেবে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বাস করবে ১৪৮৫ জন। তুলনামূলকভাবে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই সময়ে বাংলাদেশে গড়ে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা বেড়েছে ১৩.৫% কিন্তু কক্সবাজারে জনসংখ্যা বেড়ে যাবে ৬১.৬%।

---

[১] http://populationof2017.com/population-of-bangladesh-2017.html

[২] ২০১১ সালের কক্সবাজারে জনসংখ্যা প্রায় ২৩ লক্ষ এবং গত ৬ বছরের বৃদ্ধি প্রাপ্ত জনসংখ্যা ৪ লক্ষ ধরে মোট জনসংখ্যা হবে ২৭ লক্ষ হবে এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্টি ১০ লক্ষ ধরে কক্সবাজারে মোট জনসংখ্যা হবে ৩৭ লক্ষ।

[৩] Population and Housing Census 2011

ইতোমধ্যে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা কক্সবাজার শহর, মেরিনড্রাইভ রোডের দুই পাশ এবং জেলার অন্যান্য উপজেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। শহরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র মহোদয় বলেছেন, তার শহরে এ সংখ্যা ৫০-৭০ হাজারে মত হতে পারে। ISCG (Inter Sectoral Coordination Group) বলছে, ক্যাম্পের বাইরে প্রায় ১ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। মাঝে মাঝে ISCG এই সংখ্যাটি কম দেখায়ও বটে। যা প্রকৃতপক্ষে বাস্তব বলে মনে হচ্ছে না। কক্সবাজার শহরের জনগণ এবং মেরিন ড্রাইভের পর্যটনের জন্য এটা হুমকি স্বরূপ।

সুতরাং আমাদের প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ :

১. শরণার্থীদের মৌলিক চাহিদা পূরণ সাপেক্ষে তাদের ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের বাংলাদেশের অন্য জেলায় সরিয়ে নিতে হবে।
২. অবিলম্বে মেরিনড্রাইভের দুই পাশের এবং শহরের অভ্যন্তরে, বিশেষ করে পাহাড়ের ফাঁকগুলো থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চিহ্নিত করে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং ক্যাম্পে রাখতে হবে।
৩. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ২/৩ টি ক্যাম্পের চাইতে নিরাপত্তা ও ভারসাম্য রক্ষায় ৫/৬টি ক্যাম্পে রাখতে হবে।
৪. বর্তমানে Tent Based Shelter স্বাস্থ্যগত ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও অতি তাপমাত্রার কারণে তাদের জন্য Temporary Structure Based Shelter করতে হবে। বর্তমানে তারা যে ধরনের তাবুতে থাকে তা বৃষ্টি ও ঝড় তুফানের সময় হুমকি স্বরূপ। উল্লেখ্য যে, গত বছর কক্সবাজারে ২য় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছিল।

গ. সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে। রিলিফ কমিশনারের পদ, অফিস ও জনবল আপগ্রেড (Upgrade) করতে হবে।

পূর্বের ৩০-৪০ হাজার শরণার্থী ও বর্তমান শরণার্থী সমস্যা এক নয়। সামাজিক দিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, জাতীয় নিরাপত্তা এবং মানবিক সহায়তা মূলত: তারই নির্দেশনা প্রমাণ করে। বর্তমানে রিলিফ কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং সেনাবাহিনী দিনরাত্রি পরিশ্রম করে গুণগতভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন। শরণার্থী প্রশাসন জেলা প্রশাসন থেকে আলাদা করতে হবে, সমন্বয়, মানবিক সহায়তার গুণগত মান, পরিসংখ্যান সবকিছু পূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সরকারকে নিতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাবনাসমূহ নিম্নরূপ:

৫. শরণার্থী বিষয়ক সকল কার্যক্রম জেলা প্রশাসক থেকে পৃথক করে রিলিফ কমিশনার কার্যালয়কে দিতে হবে।
৬. রিলিফ কমিশনারের পদে "সচিব" পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে যাতে জেলার সকল বিভাগে তার সমন্বয় করতে সুবিধা হয়।
৭. রিলিফ কমিশনারের কার্যালয়ে information, monitoring and coordination নামের একটি বিভাগ যুক্ত করে দিতে হবে। যাতে এসব কাজের জন্য তাদের কারো উপর নির্ভর করতে না হয়। এভাবে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার জন্য প্রয়োজনে দ্রুত সেনাবাহিনীর লোকবল ডেপুটেশনে দেয়া উচিত।
৮. রিলিফ/ত্রাণ কার্যক্রমে জড়িত সকল এনজিও এবং আইজিও-সমূহকে (আন্তর্জাতিক সরকারি সংগঠন) রিলিফ কমিশনারের কার্যালয়ে দায়বদ্ধ করতে হবে।

ঘ. স্থানীয় স্বাভাবিক জীবন যাপন হুমকির সম্মুখীন: প্রকৃতি, অর্থনীতি ও পরিবেশ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা চাই। Host Community এর জন্য বিনিয়োগ করতে হবে।

ইতোমধ্যে উখিয়া টেকনাফসহ কক্সবাজার শহরের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম বেড়ে গেছে। পানির স্তর নেমে গেছে ভূগর্ভের আরো নিচে। জেলার শুধুমাত্র উখিয়া ও টেকনাফ দুই উপজেলায় ৪০০০ একরের বেশি বনাঞ্চল উজাড় হয়ে গেছে বলে বনবিভাগের কর্মীরা বলেছেন। পার্লামেন্টারী স্টান্ডিং কমিটির অভিমত, প্রায় ১৫০ কোটি টাকার মতো পরিবেশগত ক্ষতি হয়ে গেছে। যা আসলে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার মতো হতে পারে। গত চার দশক রোহিঙ্গা কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। তাদের শিশুরা কোন প্রকার টিকা পায়নি। তাদের স্বাস্থ্যগত আচরণ পর্যাপ্ত নয়। মায়নমার পৃথিবীর মধ্যে এমন একটি দেশ যেখানে এইডস এর আক্রান্তের সংখ্যা খুব বেশি, প্রতি হাজারে ৮ জন। বনাঞ্চল উজাড় হওয়ায় ফলে হাতির চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হাতিরা ইতোমধ্যে মানুষ মারতে শুরু করেছে। সরকার এবং জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ যারা ত্রাণ কাজে নিয়োজিত তাদের প্রতি আমাদের প্রস্তাবনা নিম্নরূপ :

৯. দ্রুত গবেষণা সম্পন্ন করতে হবে যে, কক্সবাজারের প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ও পর্যটনক্ষেত্রে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কি কি ক্ষতি হয়েছে এবং হতে পারে তা নির্ণয় করার জন্য। তার ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ঘোষণা করতে হবে, আগামী অর্থ বছরের বাজট ঘোষণার পূর্বেই যাতে কক্সবাজারের জনগণ আশ্বস্ত হয়।
১০. অবিলম্বে হাতি চলাচলের জায়গা থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের তুলে নিয়ে অন্য এলাকায় বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
১১. উখিয়া টেকনাফ ও কক্সবাজার সদর হাসপাতালগুলোর মান উন্নয়ন ও শয্যা সংখ্যা বাড়াতে হবে।
১২. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পাশাপাশি স্থানীয় কমিউনিটির উন্নয়নের জন্য প্রতিটা জাতিসংঘ ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের প্রকল্পে কমপক্ষে ২০% বরাদ্ধ রাখা বাঞ্চনীয়।

১৩. শরণার্থী ও অন্যান্য কারণে কক্সবাজার জেলায় বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্প নিতে বিধি নিষেধ ও কড়াকড়ি ছিল, তা শিথিল করতে হবে। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন উন্নয়ন সূচকে কক্সবাজার জেলা অন্যান্য অনেক জেলা থেকে পিছিয়ে। যেসব উন্নয়ন সংগঠন মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায় বিচার ও নারী পুরুষ সমতার ভিত্তিক সমাধানের দর্শন ধারণ করে তাদেরকে কাজ করার সুযোগ আরো প্রশস্ত করতে হবে।
১৪. যে সব এইচ আই ভি/ এইডস রোগী ধরা পড়েছে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আলাদা চিকিৎসা বিবেচনা করা বাঞ্চনীয়। এই বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করা উচিত।
১৫. ভু-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার করার চাইতে ভু-উপরিভাগস্থ পানিসমূহ বিশুদ্ধ করে ব্যবহার করা উচিত। এ ব্যাপারে উক্ত অঞ্চল সমূহে ভূ-উপরিস্থলের পানির আধার তৈরি করা উচিত যাতে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা যায়।
১৬. উক্ত এলাকায় পরিবেশের যে ক্ষতি হয়েছে তা পুনরুদ্ধারের জন্য এখন থেকে যারা ঐ এলাকায় উন্নয়ন ও রিলিফ কার্যক্রম করছে, তাদের থেকে একটা % অর্থ নিয়ে একটি **"পরিবেশ পুনরুদ্ধার তহবিল"** গঠন করা উচিত।
১৭. শরণার্থী সাহায্য কার্যক্রমে প্রায় সকল দ্রব্যাদি কক্সবাজারের বাইরে থেকে ক্রয় করা হচ্ছে। কিন্তু কক্সবাজার শহরে প্রায় সকল দ্রব্যাদির পাইকারী বিক্রেতা রয়েছে; তাদের কাছ থেকে এসব দ্রব্যাদি ক্রয় করা উচিত।
১৮. বর্তমানে নিরাপত্তার কারণে নাফ নদীতে চলাচল বন্ধ, সে কারণে সেন্টমার্টিনে পর্যটন যাতায়াত বন্ধ। যে কারণে নাফ নদীতে লঞ্চ, সেন্টমার্টিনে হোটেল, টেকনাফের হোটেলগুলো বন্ধ। সেন্টমার্টিন পর্যটনের জন্য কক্সবাজারে যে অতিরিক্ত দিন থাকা হতো, তাও বন্ধ। তার ফলে অর্থনীতি ও ব্যবসার ক্ষতির পরিমান অনেক বেশি। বেকারত্ব বেড়েছে। সরকারের উচিত পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিয়ে সেন্টমার্টিন পর্যটন আবার চালু করা।

ঙ. সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণে অস্পূর্ণতা, জটিলতা ও অস্পষ্টতা: নেতৃত্বে UNHCR কে নিয়ে আসতে হবে।

যে সব সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন রোহিঙ্গা শরণার্থী কার্যক্রমে অংশ নেয় তাদেরকে ISCG (Inter Sectoral Coordination Group) যা মূলত: IOM দ্বারা পরিচালিত যেখানে দেশীয় NGO-দের ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংগঠনসমূহের সমন্বয়ের নামে রিপোর্ট করতে হয় এবং জেলা প্রশাসনের কাছেও দায়বদ্ধ হতে হয়। ISCG তে ইংরেজি ভাষায় যোগাযোগ করতে হয়। যা দেশিয় এনজিওদের অংশগ্রহণের জন্য এক ধরনের প্রতিবন্ধকতা বৈকি! ISCG-র সকল কমিটির নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন হয় বিদেশি না হয় বিদেশি INGO বা UN এর কর্তা ব্যক্তিরা।

ISCG এক ধরণের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সমন্বয়ের একটি চাহিদা তৈরি করেছে যা দীর্ঘ মেয়াদী ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রেক্ষাপট থেকে সময়োপযোগী বলে মনে হয় না। সে কারণে এর উপর আমরা সরকারি কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য রিলিফ কমিশনের আওতাধীনে Information, Monitoring and Coordination বিভাগের প্রস্তাব করেছি। বিশ্বব্যাপি আন্তর্জাতিক (১৯৫১ সালের জেনেভা সনদ) সনদ অনুসারে UNHCR শরণার্থীদের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। তারা এই কাজে যথাযথভাবে অভিজ্ঞও বটে। IOM শুধু শরণার্থীদের বাইরে অভিবাসীদের জন্য কাজ করার জন্য ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত। তবে তারা কমিশনার হিসেবে স্বীকৃত নয় বলে তারা তেমন ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়। সুতরাং আমরা মনে করি যে, শরণার্থী বিষয়ের কারণে UNHCR কে নেতৃত্ব দিলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এবং রাজনৈতিক নানাবিধ সুবিধা আদায়ে বাংলাদেশের জন্য সহায়ক হতে পারে।
সভা আহবানের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন, রিলিফ কমিশন ও ISCG এর মধ্যে কোন সমন্বয় আছে বলে মনে হয় না। প্রায় প্রতি দিন ISCG, জেলা প্রশাসনের কার্যালয়ে সভা আহবান করা হয়। দুই ঘন্টার নোটিসে সভা আহবান করার নজিরও রয়েছে। এই কারণে প্রায় বিশেষ করে স্থানীয় এনজিওদের হিমশিম খেতে হয়। কারণ তাদের এত কর্মকর্তা শহরে পোষা সম্ভব হয় না। সুতরাং উপরোক্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমাদের প্রস্তাবনা নিম্নরূপ:
১৯. সকল সভাসমূহে দেশি-বিদেশি সবার জন্য বোধগম্য মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে।
২০. জেলা প্রশাসকের সকল সভাসমূহ সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে পূর্ব থেকে সমন্বয় করে আহবান করতে হবে। যেমন, প্রতি বৃহস্পতিবার সভাসমূহ হতে পারে। ঐ দিন সকালে রিলিফ কমিশনার/জেলা প্রশাসন এবং বিকেলে ISCG সভা আয়োজন করতে পারে।
২১. আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ত্রাণ সমন্বয়ের নেতৃতে UNHCR-কে নিয়ে আসতে হবে।
২২. বায়োমেট্রিক্স রেজিস্ট্রেশনের কাজে অবিলম্বে UNHCR-কে সংযুক্ত করতে হবে। নইলে এই বায়োমেট্রিক্স রেজিস্ট্রেশনের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা পোক্ত হবে না এবং মায়ানমারের সাথে নেগোসিয়েশনে সুবিধা করা যাবে না।

চ. জঙ্গিবাদের উৎপত্তির সম্ভাব্য ক্ষেত্র: বিকল্প মানবতাবাদ ও উদারতাবাদ প্রচারণার সুযোগ করে দিতে হবে।

বর্তমানে বিকেল সাড়ে ৫টার পর শরণার্থী শিবিরে উন্নয়ন কর্মীসহ সকলের যাতায়াত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও অতি সম্প্রতি পুলিশ বিকেলে তল্লাশি চালিয়ে ৬ জন বিদেশি এবং ১১ জন বহিরাগতকে খুঁজে পেয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলিম সাহায্যকারীরা এবং দেশের বিভিন্ন স্থান থেকেও ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম ধর্মপ্রাণ লোকজন এসে শরণার্থীদের নগদ অর্থ সাহায্যসহ অন্যান্য কাজ করে গেছে এবং এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। যেখানে সরকারের খুব

একটা নিয়ন্ত্রণ আছে বলে মনে হয় না। রোহিঙ্গা শরণার্থীরা নিজেরাও নিজেদের চেষ্টায় প্রচুর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন, মসজিদ ও মক্তব তৈরি করেছে। এবং যা কিনা বর্তমানে উক্ত শরণার্থী কমিউনিটি পরিচালনা করছে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীরা অধিকাংশই ধর্মপ্রাণ। কারণ বিগত দশকের পর দশক তাদেরকে শিক্ষাসহ সকল আধুনিকতার সুযোগ থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে। শুধুমাত্র ধর্মকে অবলম্বন ছাড়া দৃশ্যত তাদের কাছে কোন বিকল্প অবলম্বন ছিল না। বর্তমান নিরাপত্তাহীন ও আশাহীন পরিস্থিতিতে উক্ত ধর্মীয় ভাবাদর্শের প্রতি তাদের আন্তরিকতা এবং তার মাধ্যমে 'সামাজিক ভরাসাম্য' রক্ষার চেষ্টা স্বাভাবিকই বটে।

কিন্তু এই দুর্বলতাকে পুঁজি করে জঙ্গিবাদী সংগঠন তাদেরকে ব্যবহার করতে পারে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অস্থির করে তুলতে পারে। বাংলাদেশ সরকারসহ আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, বাংলাদেশের মাটি কোন ধরনের উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসী গোষ্ঠি কর্তৃক ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। শরণার্থীদের যে ক্ষোভ ও Trauma তাকে যে কেউ ভুল পথে ব্যবহার করতে পারে। উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে আমাদের প্রস্তাবনাসমূহ নিম্নরূপ:

২৩. সকল শরণার্থী শিবিরে অবিলম্বে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে হবে।

২৪. অনুমোদন সাপেক্ষে বিশেষ ক্ষেত্রে সন্ধ্যার পর থেকে অসাম্প্রদায়িক এবং উদারতাবাদে বিশ্বাসী উন্নয়ন কর্মীদের প্রবেশের এবং তদ্‌সম্পর্কিত জ্ঞান বা সচেতনতাভিত্তিক সাংস্কৃতিক/বিনোদনমূলক (নাটক, জারিসারি গান, কবি গান, লোক সঙ্গীত, পালাগান, হঁলা ও পুঁথিপাঠ প্রভৃতি) অনুষ্ঠানের সুযোগ করে দিতে হবে। স্থানীয় এনজিও-দের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো এ কাজ করতে পারে।

২৫. মসজিদ ও মক্তবগুলোতে ধর্মীয় বইয়ের পাশাপাশি ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও রাখাইন ভাষা শিক্ষার উপর প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষামূলক বই শিক্ষা দেওয়ার জন্য এনজিওদের সুযোগ দিতে হবে। উক্ত কেন্দ্রগুলোতে শিশুদের জন্য **মিড-ডে-মিল** চালু করা যেতে পারে।

২৬. 'মাঝি' এবং 'ইমাম' রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বর্তমান সমাজের প্রভাববিস্তারকারী অন্যতম নেতা। তাদেরকে বিকল্প উদারতাবাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাদের বসার জন্য **'ওল্ড এজড্ ফ্রেন্ডলি স্পেস'** ঘর করা যেতে পারে।

২৭. রোহিঙ্গা শরণার্থীদের এ ধরনের এবং স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য সকল ধরনের সচেতনতার জন্য স্থানীয়ভাবে এফএম কমিউনিটি রেডিও প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিতে হবে।

২৮. এ পর্যন্ত IGO (যেমন ইউনিসেফ ছাড়া)সহ সকল I/LNGOদের শুধুমাত্র Hardware ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম, শিশু-কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষাভিত্তিক প্রকল্পের জন্য ছাড় দেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে এনজিও এফেয়ার্স ব্যুরোসহ সংশ্লিষ্ট সকলের উচিত উন্নয়নে Software ভিত্তিক প্রকল্পের সুযোগ দেওয়া উচিত।

২৯. দীর্ঘমেয়াদে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার চিন্তা এখন থেকে করা উচিত।

ছ. শরণার্থীদের জন্য সকল রিলিফ ও উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থানীয়করণ ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে। UN Agencies, International NGO, National NGO সবাইকে সরাসরি Operation-এ না গিয়ে localization and Accountability নিশ্চিত করে local NGO-দের সাথে Partnership-এ কাজ করতে হবে।

২০১৩-২০১৬ অবধি জাতিসংঘের মাধ্যমে World Humanitarian Summit-এ উন্নয়ন ও মানবাধিকার কর্মকান্ডের ঘোষণা হচ্ছে Localization and Accountability-কে গুরুত্ব দেয়া। ২০১৬ এর এই নীতিমালা বাস্তবায়ন আলোচনা আবার চালু রয়েছে। সেখানে প্রায় সকল UN Agencies, International NGO, National NGO স্থানীয়করণ জবাবদিহিতার ও স্বচ্ছতায় The Great Bargain নামে একটি প্রক্রিয়ায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। সে অনুযায়ী উক্ত সংস্থাসমূহের কাজের পরিবর্তন হওয়া উচিত। যাতে স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় নাগরিক সমাজ তথা এনজিওদের সার্বভৌম, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও স্থায়িত্বশীল বিকাশ যাতে নিশ্চিত হয়, Transaction Cost তথা পরিচালনা ব্যয় যাতে কমে আসে, গরীব ও নিপীড়িত মানুষের কাছে টাকা যাতে বেশি যায়। উন্নয়ন কর্মী তথা নাগরিক সমাজকর্মী পর্যায়ে বৈষম্যের অবকাশ যাতে দূরীভূত হয়, সবাই যাতে সার্বিক সুবিধা ও চিন্তা চেতনায় এক কাতারে সামিল হয়। বিষয়টি আমরা Mr. Mark Lowcock, Under Secretary General এবং UN Emergency Relief Coordinator কে গত ৩রা অক্টোবর ২০১৭ তারিখে যখন তিনি কক্সবাজার এসেছিলেন, তখন একটা লিখিত স্মারক লিপির মাধ্যমে উনার সামনে পেশ করা হয়েছিল। সেখানে Host Community-র বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরেছিলাম। যার প্রতিফলন আমরা পরবর্তীতে জেনেভাতে উনার বক্তৃতায় পেয়েছি, এ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রস্তাবনাগুলো আবার তুলে ধরছি।

৩০. সকল UN Agencies, International NGO, National NGO সবাইকে সরাসরি Operation-এ না গিয়ে local NGO-দের সাথে Partnership-এর মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

৩১. আমরা জেনেছি, নেপালে ভূমিকম্পের পর এবং ফিলিপাইনের সাইক্লোন হায়ানের পর আইন করে INGO-দের সরাসরি কাজ করা বন্ধ করা হয়েছিল। আমাদের দাবি ঐ রকম আইন করা যাতে তারা তাদের সংগৃহীত অর্থের ৫% নিজেদের অপারেশনের জন্য রেখে বাকি টাকা বাধ্যতামূলকভাবে স্থানীয় NGO-দের নিয়ে Partnership-এর মাধ্যমে

খরচ করে। কারণ INGO-দের Transaction Cost খুবই বেশি। একই প্রক্রিয়া UN Agency–গুলোর জন্যও বাধ্যতামূলকভাবে করা উচিত।

৩২. আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে, INGO-রা বর্তমান শরণার্থী সমস্যার প্রথমদিকে কক্সবাজারের স্থানীয় NGO-দের মাধ্যমে কাজ করলেও তারা স্থানীয় NGO-এর সক্ষমতার অভাবের দোহাই দিয়ে বর্তমানে সরাসরি নিজেরা কাজ করছে এবং কক্সবাজোরে অফিস নিচ্ছে। এটা আইন করে নিষিদ্ধ করতে হবে।

৩৩. Local NGO বলতে সেই NGO যারা স্থানীয়ভাবে তৈরি এবং যার নেতৃত্ব স্থানীয়, তাকে আমরা Local NGO বলে অভিহিত করেছি।

৩৪. UN Agency ও INGO-দের স্থানীয় staff-রা নিজ স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে নিরপেক্ষতা বজায় রাখেন কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ, আমাদের কাছে এ ধরনের বহু ঘটনার নজির রয়েছে। সে কারণে মানবীয় ও মর্যাদাভিত্তিক আচরণ নিশ্চিত করতে পারস্পরিক Code of Conduct দাবি করছি।

৩৫. আমরা উপরোক্ত সকল Agency ও সংস্থাসমূহ থেকে একটি Compliant Response Mechanism (অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা) দাবী করেছি । যে Complain Response Mechanism-এর সুযোগ শরণার্থীসহ আপামর জনসাধারণ নিতে পারবে।

৩৬. UN Agency, INGO, NNGO, LNGO–সহ সবাইকে ত্রাণের রিলিফ ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সকল ও বিশেষ করে অর্থের বিবরণ IATI (International Aid Transparency Initiatives) নীতিমালা অনুসারে প্রকাশ করতে হবে। যাতে স্থানীয় জনগণ এবং মিডিয়া মনিটর ও মন্তব্য করতে পারে। আমরা মনে করি যে, বাংলাদেশের জনগণের জন্য এই অর্থ Booked হয়েছে, উপরোক্ত Agency–গুলোর Transaction Cost খুব বেশী। যে কারণে আমরা WHS ও GB Policy অনুসারে স্থানীয় এনজিওদের সাথে পার্টনারশিপ পলিসির এবং জবাবদিহিতার প্রস্তাবনা করেছি।

৩৭. ISCG (Inter Sector Coordination Group) যা মূলত UN Agency ও গুটিকয়েক INGO নিয়ন্ত্রণ করে। যেখানে প্রতিটি Cluster-এ Local NGO-দের প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে। তাদের অনেকগুলো নিয়মকানুন স্থানীয় অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ নয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা INGO ও NNGO প্রতি Biased.

৩৮. UN Agency ও NNGO-গুলোর Monopolistic approach পরিহার করতে হবে, অন্যদের বিশেষ করে LNGO-দের কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। সবাইকে এটা মনে রাখতে হবে যে, LNGO–গুলোই সর্বপ্রথম এই রিলিফ কার্যক্রমে এগিয়ে এসেছিল এবং তারা Host Community-কে প্রতিনিধিত্ব করে।

৩৯. UN Agency, INGO-গুলো বিদেশী এক্সপার্টদের চাইতে স্থানীয় এক্সপার্ট ও কর্মী নিয়োগ করতে হবে।

৪০. বিশেষ করে কক্সবাজারে মাঠ পর্যায়ের কক্সবাজারের কর্মী নিয়োগ করতে হবে। যারা চট্রগ্রামী বা রোহিঙ্গা ভাষা জানে। এটা দেখা গেছে যে, এ ধরনের কর্মীর অভাবে মাঠ পর্যায়ের যোগাযোগের সমস্যা হচ্ছে।

৪১. LNGO কর্মীদেরকে INGO ও UN Agency প্রলুব্ধ করা যাবে না। ঐ সকল সংস্থা ও IFRC-কে সহ সবাই মিলে একটা Standard Price Policy করতে হবে। যাতে বাড়ীভাড়া, গাড়ীভাড়া ও ট্রাকভাড়াসহ সর্বক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিওদের অসম প্রতিযোগিতায় পড়তে না হয়।

জ. আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অধিপরামর্শের কমিটমেন্ট ছাড়া শুধু মানবাধিকার সাহায্য আমরা কেন নেবো? মায়ানমার সরকার এবং সেনাবাহিনীকে আন্তর্জাতিক আদালতে তুলতে অধিপরামর্শ জোরদার করতে হবে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের এই সমস্যা যেন NGO এবং INGOদের সাহায্য নিয়ে ব্যবসা করার ক্ষেত্র যাতে না হয়। যারা রাজনৈতিকভাবে রোহিঙ্গাদের আনান কমিশনের এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ৫ দফা অনুসারে ফেরত নেওয়ার দাবীকে আন্তর্জাতিকভাবে অধিপরামর্শের সামিল হবেন শুধু তাদেরকেই সহযোগী হিসেবে আমরা নেবো।

মুসলিম দেশগুলো বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় আসিয়ান জোট যেখানে মায়ানমার রয়েছে তাদের ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ।

বাংলাদেশ এই সমস্যার জন্য কোনভাবেই দায়ী নয়। এটা মূলত: আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর নেতৃত্বের ব্যর্থতার ফলে বাংলাদেশের উপর আরোপিত সমস্যা। এটার দায় এবং ক্ষতিপূরণ আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর নেতৃত্বকেই নিতে হবে। আমরা এই সমস্যাকে পুঁজি করে বিশ্বব্যাংকসহ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক–এর ঋণ দেওয়ার প্রচেষ্টাকে 'মানবতার সংকটকে পুঁজি করে ফায়দা নেয়ার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা' বলে মনে করি।

আমরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি শুরু থেকেই এই সমস্যাকে প্রধানতম রাজনৈতিক এবং মানবিক সমস্যা হিসেবে দেখেছেন, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভূমিকা রেখেছেন। আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রয়েছে দক্ষ কূটনৈতিক; তারা বিশ্ব পরিমণ্ডলে অনেক ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে সফলতার দাবিদার। এক্ষেত্রে আমাদের দাবিসমূহ নিম্নরূপ:

৪২. সরকার ও নাগরিক সমাজকে মায়ানমারে জাতিগত নিধনের যথাযথভাবে গবেষণা, ডকুমেন্টেশন এবং প্রচারণার পদক্ষেপ নিতে হবে। যার ফলে মায়ানমার সরকার এবং গণহত্যাকারী সেনাবাহিনীকে আন্তর্জাতিক আদালতে তোলা যাবে। রুয়ান্ডা এবং চোকোস্লোভাকিয়ার ক্ষেত্রে যা করা হয়েছিল।

৪৩. যেসব INGO এবং দেশসমূহ বাংলাদেশকে এই রাজনৈতিক অধিপরামর্শে সহযোগিতা করবে না তাদের সাথে সম্পর্ক এবং কাজ পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

৪৪. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই বিষয়ে সমুদ্র অর্থনীতির সীমানা নির্ধারণে যে ধরণের "সেল" করেছিল, সে ধরণের নতুন "সেল" করে এর প্রচারণা এবং কূটনীতি জোরদার করতে হবে।

৪৫. বাংলাদেশ সরকার ও নাগরিক সমাজের জন্য এটা কঠিন চ্যালেঞ্জ। দুইপক্ষকেই আলাদা আলাদাভাবে দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু শরণার্থীদের ফেরত পঠিয়ে ক্ষান্ত হলে চলবে না। এটা প্রমাণ করে দিতে হবে যে, বাংলাদেশ যে কোন উগ্র জাতীয়তাবাদ, জঙ্গিবাদ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট গণহত্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

ঝ. ভিজিবিলিটি বা প্রদর্শন প্রতিযোগিতা বন্ধ করে আসল কাজ করুন।

আমরা লক্ষ্য করেছি কিছু UN Agency-সমূহ, INGO ও NNGO-তে কাজ করতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণ প্রদর্শন প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। নিজেদের জামা কাপড় থেকে শুরু করে গাড়িতে, কাজের জায়গায় প্রচুর ব্যানারে সয়লাব করেছেন। দেখা গেছে, একটি ৩/৫ ফুট টয়লেটের জন্য ৪/৬ ফুট ব্যানার টাঙ্গিয়েছেন। এ ধরনের মাত্রাতিরিক্ত প্রদর্শন প্রতিযোগিতা জনগণের ভেতর উন্নয়ন সংগঠনসমূহ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব তৈরি করেছে। আমরা সংশ্লিষ্ঠ সবাইকে এ ধরনের "প্রদর্শন প্রতিযোগিতা" বন্ধ করে আসল কাজে মনোযোগ দেবার জন্য অনুরোধ করবো।

ঞ. শিশুদের যত্নে ও পুনর্বাসনে CRC (Convention on the Rights of the Child) অনুসরণ করুন।

আমরা বিভিন্ন ধরনের সংবাদ এর কারণে উষ্মা প্রকাশ করছি যে, যে সব শিশুরা পিতা-মাতাহীন শরণার্থীদের সাথে এসেছেন তাদের জন্য আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত করে দেয়া হবে। আমাদের অভিমত, এ ক্ষেত্রে শিশুদেরকে তাদের নিকট-আত্মীয় রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিবারের সাথে রেখেই পরিযত্নের কথা ভাবা উচিত। আমরা এ ক্ষেত্রে সরকার এবং সংশ্লিষ্ঠ সকলকে CRC (Convention on the Rights of the Child) অনুসরণ করতে অনুরোধ করবো।

উল্লিখিত অবস্থান বা দাবিসমূহ সময়ান্তে, পরিবর্তিত ও উদ্ভূত মতামতের ভিত্তিতে আমরা আরো পরিবর্তন ও পরিমার্জন করবো বলে আশা করছি।

অংশগ্রহণকারী সংস্থাসমূহ:

পাল্‌স, হেল্‌প কক্সবাজার, একলাব, অগ্রযাত্রা, জালালাবাদ ফাউন্ডেশন, পপি, আনন্দ, বাস্তব, নোংগর, মুক্তি কক্সবাজার, ইপসা, এক্‌সপেউরুল, আইএসডিই, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, আশা ও কোস্ট ট্রাস্ট

সচিবালয়:

কোস্ট ট্রাস্ট, কক্সবাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাড়ি নং-৭৫, ব্লক-এ, লাইট হাউজ রোড, কলাতলী, কক্সবাজার।
যোগাযোগঃ মকবুল আহমেদ, মোবাইল: ০১৭১৩৩২৮৮২৮, ইমেইল:moqbul.coast@gmail.com

যোগাযোগঃ কো-চেয়ারম্যানবৃন্দ:

রেজাউল করিম চৌধুরী, ইমেইল: reza.coast@gmail.com, মোবাইল-০১৭১১৫২৯৭৯২
আবু মোর্শেদ চৌধুরী, ইমেইল: abumurshedchy@gmail.com, মোবাইল- ০১৮১১৬২৪৬১০
মো: আরিফুর রহমান, ইমেইল: ypsa_arif@yahoo.com, মোবাইল- ০১৭১১৮২৫০৬৮